SALTORA NETAJI CENTENARY COLLEGE

প্লেটো : ধারণাবাদ

Power point presentation by : Trilochan Paramanik

Designation: SACT - 1

Department: Philosophy

প্লেটোর মতে যথার্থ জ্ঞানের বিষয়বস্তু নিত্য এবং অপরিনামি যাকে ইন্দ্রয় দ্বারা নয় বিচার বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার সাহায্যে জানতে হয়। Plato এর নাম দিয়েছেন Form বা আকার। এই আকার-কে তিনি idea বা ধারণা নামে অভিহিত করেছেন। এই আকার বা ধারণাকে আবার সামান্যও বলা হয়েছে।

এরিস্টটলের মধ্যে প্লেটোর আকার বা ধারণা সংক্রান্ত মতবাদের তিনটি উৎস আছে। এরা ক্লিটাসের কাছ থেকে তিনি বিকামিংয়ের ধারণাটি লাভ করেছিলেন যা তার দর্শন ইঞ্জক রাজ্য জগতের রূপ লাভ করেছে

পারমিনাইস্ -এর কাছ থেকে তিনি পরম সত্তার ধারণা লাভ করেছিলেন সক্রেটিসের কাছ থেকে তিনি কনসেপ্ট বা ধারণা গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি ধারণা এবং সত্তাকে অভিন্ন মনে করতেন।

Zeller বলেন যে প্লেটোর দর্শনে আকার বা ধারণার দুই প্রকার তাৎপর্য রয়েছে, যথা : তাত্ত্বিক ও যৌক্তিক। তবে তিনি একথা বলেছেন যে, এই দুটি দিক প্লেটোর দর্শনে সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়।

যুক্তি বিজ্ঞানের দিক থেকে প্লেটোর আকার :

জাতি বাচক বা সাধারণ শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করে দেখলেই বোঝা যায় যে, যখন আমরা বলি, “এটি একটি অশ্ব” তখন আমরা এই “অশ্ব” শব্দটি দ্বারা কি বুঝি? এই ‘অশ্ব' শব্দটি দ্বারা আমরা প্রতিটি বিশেষ বিশেষ অশ্ব থেকে পৃথক একটি স্বতন্ত্র অশ্বকে বুঝে থাকি। কারণ সব অশ্বের সাধারণ একটা বৈশিষ্ট্যতে সে অংশগ্রহণ করে।

অশ্ব, বৃক্ষ, মানুষ, প্রভৃতি সাধারণ বা জাতি বাচক শব্দের ব্যবহার ভাষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। কাজেই এটা বলা যাবে না যে, এই সকল শব্দ অর্থহীন। সুতরাং শব্দটি কোন বিসিএসকে না বুঝিয়ে ‘অশ্বত্ব' নামক ধর্মকে বুঝায়।

বিশেষ বিশেষ অশ্বের জন্ম বা মৃত্যুর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ অশ্বের জন্ম বা মৃত্যু থাকলেও “অশ্বত্ব” সামান্য-র জন্ম বা মৃত্যু নেই।

তত্ত্ববিদ্যার দিক থেকে প্লেটোর আকার:

অধিবিদ্যা তথ্য বিদ্যার দিক থেকে আকার বাদের তাৎ পর্য হলো অশ্ব শব্দটি একটি আদর্শ ‘অশ্বকে’ বোঝায়।

বিশেষ বিশেষ বিশেষ অশ্ব এই আদর্শ অশ্বের প্রকৃতিতে অংশগ্রহণ করে কিন্তু পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না। আর অংশগ্রহণ ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় তাদের প্রকাশও ত্রুটিপূর্ণ। এই কারণেই অনেক অশ্বের অস্তিত্ব আমরা লক্ষ্য করি। প্লেটোর মতে এই আদর্শ অশ্বই সত্য। আর বাস্তবে আমরা যে অশ্বগুলিকে প্রত্যক্ষ করি তারা অভ্যাস বা যথার্থ সত্তাহীন।

প্রথমত: ধারণা হলো সনির্ভর সত্তা। ধারণা গুলি নিজের অস্তিত্বের জন্য অন্য কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না। দ্বিতীয়ত: ধারণা হলো সামান্য, ধারণা গুলি কোন বিশেষ বস্তু নয়। যেমন অশ্বের ধারণা হলো সামান্য অশ্ব, কোন বিশেষ অশ্ব নয়।

তৃতীয়ত: ধারণা হলো চিন্তন, কোন বস্তু নয়। ধারণা যদি বস্তু হতো, তাহলে তা বিশেষে পরিণত হতো। যদিও ধারণা এক প্রকার চিন্তন তবুও তা কোন বিশেষ ব্যক্তি মনের চিন্তা নয়, বা ঐশ্বরিক মনেরও চিন্তা নয়। এই চিন্তনের বস্তুগত অস্তিত্ব আছে, ইহা মনের উপর নির্ভরশীল নয়।

চতুর্থত: প্রত্যেক ধারণা হলো এক ঐক্য বিধায়ক সূত্র। ধারনা হলো এক, যদিও বিশেষ বস্তু হলো বহু। যেমন সুন্দরবস্তুর সংখ্যা অনেক হলেও সৌন্দর্যের ধারণা এক।পঞ্চমত: ধারণা হলো নিত্য। বিশেষ বস্তু সমূহের পরিবর্তন আছে কিন্তু বিভিন্ন বিশেষ বস্তুসমূহের যে ধারণা তা অপরিবর্তনীয় অনাদি অবিনশ্বর।

ষষ্ঠত: ধারণা হলো সকল বিশেষ বস্তুর স্বরূপ ধর্ম। যেমন, অশ্বের ধারণা হলো প্রতিটি বিশেষ বিশেষ অশ্বের ধর্ম, যা বস্তুগত।

সপ্তমত: ধারণা হলো পূর্ণ। প্রতিটি ধারণা তার নিজের দিক থেকে পূর্ণ। যেমন, মানুষের ধারণা হলো এক আদর্শ পূর্ণ মানুষের ধারণা, বিশেষ বিশেষ মানুষের মধ্য দিয়ে যার প্রকাশ। তবে কোন বিশেষ বস্তু এই পূর্ণ আদর্শ ধারণার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি হতে পারে না। বিশেষ বস্তুর ক্ষেত্রে এই প্রকাশ্ অপূর্ণ।

অষ্টমত : ধারণা গুলি দেশ বা কালে অবস্থিত নয়। ধারনাগুলো যদি দেশ বা কালে অবস্থিত হতো তাহলে সেগুলো বিশেষ হয়ে পড়ত।
নবমত: ধারণা বুদ্ধিগম্য। ধারণাসমূহকে বুদ্ধির দারায় জানা যায়, অভিজ্ঞতার সাহায্যে নয়।
শেষত : প্লেটো তার জীবনের শেষের দিকে ধারণা গুলিকে পিথাগোরাস এর সংখ্যার সঙ্গে অভিন্ন বলেছেন।

সমালোচনা: প্লেটো ফর্ম বা ধারণা বলতে বস্তুগত স্বরুপ ধর্মকে বুঝেছেন। এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল এই স্বরূপ ধর্মকে কিভাবে বস্তুগত বলা যায়? তাদের কি বিশেষ বস্তুসত্তা ব্যতীত কোন ট্রানসেন্ডেন্টাল অস্তিত্ব আছে? সেক্ষেত্রে আবার প্রশ্ন হবে বস্তুগত স্বরুপধর্মগুলির মধ্যে সম্পর্কটি কি? বিশেষ বস্তুর সঙ্গেই বা তাদের সম্পর্ক কি? প্লেটো কি তাহলে দুটি জগতের কথা স্বীকার করেছেন? তাহলে জগতের বস্তুগত স্বরূপ ধর্মের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্কই বা কি?

ধন্যবাদ